মহাশক্তি ফিল্মস নিবেদিত

প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ

মহাশক্তি ফিল্মস-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন :—

'প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ'

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও নাম ভূমিকায় : নিরঞ্জন দে

সহকারী পরিচালনা : সলিল চট্টোপাধ্যায়, অলোক সাহা, শ্রীদীপ ঘোষ গোপাল মিত্র, প্রতাপ বসু, বিনয় সরকার দেব দত্ত।

চিত্রগ্রহণ : সুবোধ বন্দোপাধ্যায়

সহকারী : ৺বীরেন ভট্টাচার্য্য, শান্তি দত্ত শঙ্কর সরকার

সম্পাদনা : মধু ব্যানার্জ্জী

সহকারী : চিত্ত দাস

সাজসজ্জা : শের আলী

স্থির চিত্র : প্রনব গুপ্ত (গুপ্ত ভাই)

কর্ম্ম সচীব : কবি বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : পাঁচু ভট্টাচার্য্য ও হরি ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা : তরুণ-রঞ্জিত

যন্ত্রসঙ্গীত নির্দ্দেশনা : অলক নাথ দে

শিল্প ও পট নির্দ্দেশনা : রামচন্দ্র সিংগে

সহকারী (শিল্প) : সোমনাথ চক্রবর্ত্তী

সহকারী (পট) : চণ্ডীচরণ বর

রূপসজ্জা : দেবী হালদার

সহকারী : বিমল মুখার্জী

শব্দ গ্রহণ : অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : রথীন ঘোষ বীরেন নস্কর

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দসংযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্ম্মন

রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, সুনীল ব্যানার্জী স্বপন নন্দী, কালীপদ বোস।

আলোক সম্পাতে : শম্ভু ব্যানার্জী, হরিপদ হাইত, নিতাই শীল, গুণনিধি লঙ্কা, জগু সিং, দিবাকর, তুলসী, বলদেও (ট্রলীম্যান)

নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্তা, ইলা বসু, ধনঞ্জয় ভটাচার্য্য, রঞ্জিত বসুরায় ও প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

সহ: কণ্ঠে : কুমারেন্দু, প্রণয়, আশিষ, শ্যামল দেবব্রত, গায়িত্রী, মিনি চৈতালী মীনা ও আরও অনেকে।

গীতিকার : মোহিনী চৌধুরী, মন্টু সরকার, মানা মিত্র, শ্যামাপদ বসুরায় ও সৌরীশ ধর

প্রচার সচিব : তপন রায়

পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত

চরিত্র : নিরঞ্জন দে, তরুণ কুমার, সত্য ব্যানার্জ্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, চিন্ময় রায়, বীরেন চ্যাটার্জী, আনন্দ মুখার্জী, অমিয় দত্ত, জীবন গুহ, শ্রীদীপ ঘোষ, প্রতাপ ঠাকুর শচীন রায় চৌধুরী, প্রভাস বোস অনিল খাঁ, অমল দাশগুপ্ত, গৌতম চ্যাটার্জী, তাপস চক্রবর্ত্তী, শম্ভু চ্যাটার্জী, প্রবীর পাল, পরেশ দাস, বিনয় সরকার, ভবতোষ সরকার ও আরও অনেকে।

পদ্মা দেবী, গীতা দে, চন্দ্রাবতী দেবী, ভারতী দেবী, শিবানী বোস, শমিতা বিশ্বাস সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় কল্যাণী অধিকারী তুলিকা মিত্র, শর্ব্বাণী শিকদার শিপ্রা বোস রেনুকা দেবী, শম্পা রায় লীনা ব্যানার্জী, বুলা ভটাচার্য্য।

বিশ্বপরিবেশনা : আলো ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ঃ কাহিনী ঃ

পুন্যশ্লোকা রাণী-রাসমনি তীর্থযাত্রার বাসনা করেছিলেন — পুর্ণার্জ্জনের জন্য। কিন্তু যাত্রার পূর্বে স্বপ্নাদিষ্ট হলেন দেবী কালিকার, ভাগীরথীর তীরে কালিমন্দির প্রতিষ্ঠার।

রাণীর আদেশে জামাতা মথুরবাবুর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে অচিরেই গড়ে উঠেছিল মন্দির। মূল মন্দিরের আশেপাশে ছিল রাধাগোবিন্দ ও দ্বাদশ শিবের মন্দির। রাণীরাসমনি মন্দির বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবী ভবতারিণীর মূর্ত্তি।

.....কালক্রমে কামারপুকুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান গদাধর ঠাকুরের উপর ৺মা ভবতারিণীর পূজার ভার পড়ে। পণ্ডিত সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও এই গদাধর ঠাকুর পুরানো ধ্যান-ধারণা, পূজা পদ্ধতি পাল্টে এক নতুন ভাবে ৺মায়ের আরাধনায় ব্রতী হলেন।

দৈনন্দিন পূজা পাঠ আর হোম যজ্ঞ করে ৺ভবতারিণীর অর্চ্চনাতে ঠাকুরের আর মন ভরে না। তিনি দেবীকে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন। শুরু হল তাঁর প্রচণ্ড কৃচ্ছ্র সাধন। কিন্তু এত সাধনার পরও ৺মায়ের দর্শন না পেয়ে ঠাকুর দুরন্ত অভিমানে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে গেলে দেবী ভবতারিনী তাঁকে স্বরুপে দেখা দিয়ে নিরস্ত করেন। দেবী বাক্যে ঠাকুর নতুন পথের সন্ধান পান এবং তাঁর ভক্তদের ও জনমানবকে নব্য আলোকে আলোকিত করেন। সেই আলোক মন্ত্রই হ'ল "যত মত তত পথ"।

ঠাকুরের শিশুর সরলতা, ইতর প্রাণীর প্রতি ভালবাসা, গুঢ় শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা এবং গল্পের ছলে উপদেশ শুনে অজ্ঞ মানুষ তাঁকে বদ্ধ উন্মাদ মনে করলেও যাঁরা তাঁর স্বরুপ জেনেছিল তাঁরা তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে রাণী রাসমনি, মথুরানাথ এবং ঠাকুরের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী স্বয়: মা সারদামনি ছিলেন।

স্বয়ং ভগবান যখন যুগে যুগে নররূপে অবতার হয়ে জন্মগ্রহন করেন তখন তিনি একা আসেন না। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর লীলা সঙ্গী ও লীলা সঙ্গীনিদের। ঠাকুরের লীলাখেলা পূর্ণ করতে তাঁর সঙ্গে যেমন এসেছিলেন—শক্তিসাধিকা ভৈরবী, বেদান্তবিদ তোতাপুরী ইত্যাদি অপরদিকে তেমন এসেছেন রাণী রাসমণি, নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্র নাথ ও অন্যান্যরা।

তর্ক সর্ব্বস্ব পণ্ডিতদের সরলযুক্তির তীক্ষ বানে পরাভূত করে ঠাকুর তৎকালীন মাৎস্যান্যায় সমাজে নতুন জীবন দান করেছিলেন। তাঁর নিরভিমান চরিত্র ও ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন সমাজে অবহেলিতা, পতিতা ও পরোক্ষ সমাজ সংস্কারক নট-নটীদের।

এই নররূপী ভগবান তার অলৌকিক প্রভাব ও ঐশ্বরিক ভাব মূর্তি নিয়ে কি করে ধনী দরীদ্র নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বণিতার "প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ" হলেন সেই নিয়ে আমাদের চিত্রকল্প।

———

সঙ্গীত

গান—১

শিল্পী—রনজিৎ বসু রায়

তমসার পরপারে শুভ্র জ্যোতির্ময়
মূরতি তোমার যেন সদাই হেরী
শয়নে স্বপনে ধেয়ানে
চেতনে ও অচেতনে, যেন নিজ নিকেতনে
রহিতে সদাই পারি, তব লাগি তন্ময়॥

বল সে তো লীলাময়
সে পাষাণ শিলাময়

সে যে চির আনন্দ সচ্চিদানন্দ
নির্গুন গুনধাম, বলো বলো তারিনাম
সুমধুর পরিণাম
যদি সুমধুর পরিণাম
চাওরে হৃদয়॥

তমসার পরপারে, শুভ্র জ্যোতির্ময়।

গান—২

শিল্পী—প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

ও তার কৃপা বাতাস
নইলে তরী ঝড়ের বেগে চলবে না
কানে যতই শোনাও ফুস মন্তর
প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বলবে না
না—না—
প্রেমের আগুন জ্বলবে না।

ঝড়ের মুখে এঁটো পাতা
ওরে ও - ও - ও
ঝড়ের মুখে এঁটো পাতা
হওয়া কি মন সহজ কথা
ওসে রসের নাগর সহজ কথা
রসের নাগর সহজ কথা
সহজ করে বলবে না।
না - না সহজ করে বলবে না।

ছয়রিপু ছয় কুমীর আছে
ভবনদীর জলে - এ - এ
ডুব দিবি তো অঙ্গে হলুদ
মাখনা হরি বলে।
ছয় রিপু ছয় কুমীর আছে এ—এ

ত্যাগের হলুদ মাখলে পরে
কুমীর তারে ধরবে না রে
গুরুর কৃপায় তোরে পথ দেখাবে
কৃপায় তোরে পথ দেখাবে
সুন্দরী কেউ ছলবে না
না - না - না
সুন্দরী কেউ ছলবে না।

গান—৩

শিল্পী—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কে বলে মা দয়াময়ী
পাষাণে গঠিত হিয়া
মারিস লাথি নাথের বুকে
নাই মা কোন দয়ামায়া ॥
মা মা বলে ডাকি কত
শুনেও মা শুনিস নাত ॥
নয়ন জলে ভাসি অবিরত
তবু দিলি না মা পদছায়া
কে বলে মা দয়াময়ী…
দয়াময়ী নাম জগতে
দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে
এবার বিমাতারই চরণেতে
স্মরণ নেবো ওগো ভবজায়া
মা—মা - মা— ।

গান—৪

শিল্পী—ইলা বসু

আছে শুধু এ নয়নে জল
আর আছে ব্যাকুল হৃদয়
লয়ে কি গো এই সম্বল
তোমারে পাবনা দয়াময় ।
আছে শুধু এ নয়নে জল - জল ।
বল তবে আর কিবা চাও
এই দেহ মন প্রাণ সবই নাও
মোর মন বাসনারে করে নিষ্ফল
তব বাসনারই হোক জয় ।
আছে শুধু এ নয়নে জল - জল ।

গান—৫

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

মন আমার কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বল
কৃষ্ণ প্রেমের রস মাধুরী
ঝরছে অবিরল—
মনরে আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ॥
মাতাল হ'মন কৃষ্ণ প্রেমে
স্বর্গ তখন আসবে নেমে
মাতাল হ'মন কৃষ্ণ প্রেমে
হৃদ মাঝারে উঠবে জেগে
প্রেমের শতদল ।
মনরে আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ॥

কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ আঁখির তারা
ঝরায় শুধু কৃষ্ণ প্রেমের ধারা
ব্যাকুল হিয়া কেঁদেই হল সারা
হয়ে কৃষ্ণ হারা হয়ে কৃষ্ণ হারা ॥

গান—৬

শিল্পী – বনশ্রী সেনগুপ্ত

করুণাময়ী দয়াময়ী
করুণাময়ী ও মা শ্যামা
ঠাকুর—কিরে পাগলী থামলি কেনে
গা—না—গা—
করুণাময়ী দয়াময়ী
করুণাময়ী ও মা শ্যামা

এই ভবের হাটে এত মোহ
সইতে আমি পারি না মা
তোর চরণে করুণাময়ী
চিরদিনের ঠাঁই দেনা মা

এই পাগলী মেয়ের সাধন ভজন
দিনে রাতে শুনিস যখন
হয়ে এবার দয়াময়ী
একটু দয়া করনা শ্যামা।

এ ভ্রান্তিময় সংসার জ্বালা
ঘুচিয়ে দে মা এই বেলা
কৃপাময়ী কেন কৃপণ
কৃপা করে কোলে নে না
মা—

গান—৭

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

ওগো নরূপী ভগবান
এসেছো তুমি এই ধরণীতে
পাপীতে করিতে ত্রাণ
ওগো নরূপী ভগবান

দেখাও পথের আলো
ঘুচাও অন্ধকার
পার করে দাও প্রভু

আমার দুঃখের পারাবার
তুমি যে গো অন্তরযামী
তুমি যে মহান।

দুঃখে এ মন যখন হয় চঞ্চল
তব নাম নিয়ে প্রভু পাই যে প্রাণেতে বল
যুগে যুগে এমনি করে দাও দরশন ॥

গান—৮

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কল্পতরু তুমি প্রাণের ঠাকুর
রামকৃষ্ণ তুমি তুমি ভগবান।

অসহায় মানুষের ব্যথার সাথী
কে আছে গো তোমার সমান
রামকৃষ্ণ তুমি, তুমি ভগবান ॥

অমৃতময়ী কথা শুনালে কত
নিলে লাঞ্ছিত মানুষের সেবার ব্রত
প্রেমের পরশে তব জুড়ালে জীবন
পতিতারও জুড়ালে পরাণ ॥

প্রাণের ঠাকুর তুমি যেওনা দূরে
চিরদিন থাক এই পরাণ জুড়ে
প্রাণের ঠাকুর এস তৃষিত প্রাণে
জুড়াও জীবন জ্বালা করুণা দানে
শুনাও প্রাণের কথা মোহন সুরে
প্রাণের ঠাকুর তুমি যেওনা দূরে।

যুগ অবতার ওগো কোথায় তুমি
তব বিরহে জ্বলে সারা ভারত ভূমি
পৃথিবীর পূজা নাও নাও গো প্রণাম
দুঃখ নিশি হোক অবসান।

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভগবান
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভগবান
জয় রামকৃষ্ণ ভগবান
রামকৃষ্ণ ভগবান ॥

আলো ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স দ্বারা প্রকাশিত এবং এ, আর, পাবলিসিটি, ১৭২, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।